অসুস্থ ও অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করা

নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশসমূহে ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, মারাত্মক সংক্রমণ ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত অবস্থায় এবং এসব রোগের পরবর্তী সময়ে শিশু মৃত্যুর উচ্চ ঝুঁকি দেখতে পাওয়া যায়। চাইল্ডহুড অ্যাকিউট ইলনেস অ্যান্ড নিউট্রিশন ("চেইন") নেটওয়ার্ক শিশু চিকিৎসার উন্নয়ন করতে এবং যেসব কারণে তাদের মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে তা জানতে ইচ্ছুক। চেইন গবেষণা প্রকল্প:

-আফ্রিকার চারটি এবং দক্ষিণ এশিয়ার দু'টি দেশে মোট নয়টি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ২ থেকে ২৩ মাস বয়সী অসুস্থ শিশুদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করে।

-শিশুদের চিকিৎসা, পুষ্টি এবং সামাজিক অবস্থা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে।

-গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত শিশুদেরকে হাসপাতালে থাকাকালীন ও হাসপাতাল ছাড়ার পর ছয় মাস পর্যন্ত ফলো-আপের ব্যবস্থা করে।

শিশু ও পরিচর্যাকারী যারা স্বেচ্ছায় এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছে, স্থানীয় জনগোষ্ঠি এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সদস্য, এবং বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যকর্মী ও গবেষকদের নেতৃত্ব, সম্পৃক্ততা ও সহযোগিতার ফলে চেইন গবেষণাটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে।

চেইন গবেষণালব্ধ ফলাফল - নীতি নির্ধারকদের জন্য

মূল ঝুঁকি এবং জটিলতাসমূহ

হাসপাতালে / হাসপাতাল থেকে ছাড়ার পর মৃত্যু

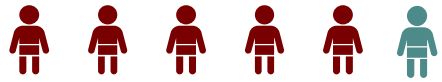

চিকিৎসা নির্দেশনা অনুসরণ করা সত্ত্বেও চেইন গবেষণায় দেখা গেছে, হাসপাতালে ভর্তির ৩০ দিনের মধ্যে মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের মৃত্যুর সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত হৃষ্টপুষ্ট শিশুদের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি।

চেইন গবেষণায় নিবন্ধিত মোট মৃত্যু

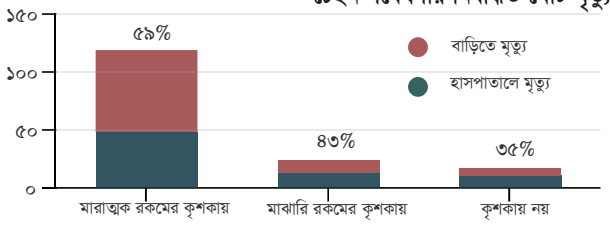

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া শিশুরাও মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে। চেইন গবেষণায় দেখা গেছে, নিবন্ধিত সকল মৃত্যুর অর্ধেক হাসপাতাল ছাড়ার পর ঘটেছে।

কিছু সংখ্যক অসুস্থ শিশুদেরকে চিকিৎসকের পরামর্শ না মেনে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারা যেসব শিশু চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে হাসপাতাল ত্যাগ করেনি তাদের চেয়ে দ্বিগুণ মৃত্যুর ঝুঁকিতে ছিল।

স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী কারণসমূহ

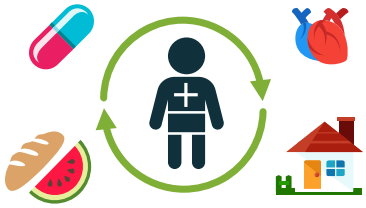

অপুষ্ট শিশুরা শুধুমাত্র খাবারের অভাবেই রোগে ভোগে না। তাদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং মৃত্যু ঝুঁকি তাদের পরিচর্যাকারীর সামাজিক ও পারিবারিক পরিস্থিতির দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

ভর্তি

পরিপূর্ণ সেবা

মূল ব্যাখ্যা ও সুপারিশমালা

শিশুকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেওয়ার পর অবিলম্বে তার অপুষ্টির অবস্থা নির্ণয় করা। হাসপাতালে অপুষ্ট শিশু ভর্তি হলে যথাযথ চিকিৎসা নির্দেশনা অনুসরণ করা এবং ঘন ঘন শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া

সম্প্রতি হাসপাতাল থেকে **ছাড়া পাওয়া** অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য পুষ্টি ক্লিনিকে ফলো-আপ ছাড়াও যা প্রয়োজন:

- স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- পরিবারের সদস্যদেরকে মারাত্মক লক্ষণগুলো সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- সম্প্রতি হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এমন শিশুদেরকে বিশেষ যত্নের সাথে দেখতে চিকিৎসকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

বাড়িতে ফিরে যাওয়া

সম্প্রতি হাসপাতালে **ভর্তি হওয়া** শিশুদের ফলো-আপ জোরদার করা। এক্ষেত্রে যা বিবেচ্য:

- হাসপাতাল থেকে ছাড়ার সময় সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিক বা স্বাস্থ্যকর্মীকে জানিয়ে রাখা।
- যেসব শিশু সম্প্রতি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ও যারা চিকিৎসকের পরামর্শ না মেনে হাসপাতাল ত্যাগ করেছে উভয় ক্ষেত্রেই জরুরী স্বাস্থ্যসেবা লাভের ব্যবস্থা করা।
- উচ্চ ঝুঁকির শিশুদের ক্ষেত্রে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার কিছু দিন পর নিয়মিত ফলো-আপের ব্যবস্থা করা।

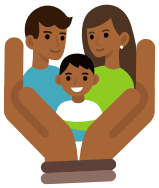

শিশুর জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচর্যাকারীর চিকিৎসা ও মানসিক অবস্থা যাচাই করা ও তাদের সেবার ওপর গুরুত্ব দেওয়া।

"আমি চিকিৎসকের সাথে দেখা করি এবং তাঁকে আমার সন্তানকে দেখতে অনুরোধ করি। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে [সবার সামনে], "আপনি কি সময় নিয়ে ভালোমতো আপনার সন্তানকে খাওয়ান?" আমি তাঁকে হ্যাঁ বলি। তিনি আবার বলেন, "তাহলে আপনি অন্য শিশুদের সাথে আপনার শিশুর তুলনা করে দেখেন, তাদের আকার কি সমান?" তখন আমি বের হয়ে বাসায় ফিরে যাই।"
- কেনিয়ার একজন মা

"আমি যখন হাসপাতালে ছিলাম তখন আমার স্বামী এবং বয়স্ক শাশুড়ীর যত্ন নেওয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছিল, এছাড়াও গৃহপালিত পশুর [উপার্জনের জন্য] দেখাশোনা করার সুযোগও ছিল না। তাই, আমি চিকিৎসকের পরামর্শের বিরুদ্ধে আমার সন্তানকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই।"
- বাংলাদেশী একজন মা

"আমার সন্তানকে যা দেওয়া দরকার ছিল তা দিতে ব্যর্থ হলে আমি কেমন অনুভব করবো? হ্যাঁ আমাকে তার খাবারের কিছু অংশ তার ভাই-বোনদেরকেও দিতে হবে...সত্যি কথা বলতে, আমি যখন আমার সন্তানের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এখানে এসেছি, আমি কোনো কাজ করছি না। এই অবস্থায় আমি ৫০ শিলিং দিয়ে মুরগী বা মাছ কেনার জন্য অর্থ কোথায় পাবো যখন অন্য ভাই-বোনদেরও খেতে হবে?"
- কেনিয়ার একজন মা

"দু'টি মেয়ে সন্তানের জন্মের পর এটি আমাদের বহু প্রতীক্ষিত ছেলে সন্তান। সম্প্রতি অসুস্থতার কারণে আমার ছেলেকে দু'বার হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। তার চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করার জন্য আমাদেরকে আনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। তার বাবা আমাদের গ্রামের বাড়িতে চাষের জমি বিক্রি করেছে এবং একটি স্থানীয় এনজিও থেকে আমরা জরুরীভিত্তিতে ঋণ নিয়েছি। কখনো কখনো কম খেয়ে থেকে আমাদের নিজেদের খাবার বাঁচাতে হয়েছে এবং আমরা অন্যান্য মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারিনি।"
- বাংলাদেশী একজন মা